MAR 22 2001
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নকলের ৩ কারণ

নূরুর রহমান

পাবলিক পরীক্ষায় নকলের হাট বসে কেন? শিক্ষক, অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীরা এর জন্য ৩টি কারণের কথা বলেছেন। এক, পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থী উপযুক্ত না হওয়া, দুই বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ টিকিয়ে রাখা, তিন, রাজনীতি।

চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রথম ৩ দিনে বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে শিক্ষক-অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বড় বড় শহরের বাইরে বেশির ভাগ স্কুল-কলেজে তেমন একটা লেখাপড়া হয় না। লেখাপড়ার জন্য চাপ তৈরি হয় এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের পর। কারণ ফরম পূরণের জন্য টাকা দিতে হয়। দিতে হয় জমে থাকা বেতন। চৌদ্দগ্রামের আলতাফ মজুমদার বলেছেন, নকল তো সবাই করে। নকল না করলে পাস করব কিভাবে? পাস না করলে পরের বার পরীক্ষা দেয়ার টাকা কোথায় পাওয়া যাবে। তার বোন চিওড়া হাইস্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে। তার মতে নকল করলে অসুবিধা নেই। কারণ তারা তো জজ-ব্যারিস্টার হবে না। চান্দিনা পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোস্তফা হারুন মাহমুদ বলেছেন, তারা যেসব ছাত্রছাত্রী পান, এর কোনভাবেই হাইস্কুলে পড়ার উপযুক্ত নয়। তারপরও ভর্তি করতে হয়। কারণ ছাত্র না থাকলে শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ পাওয়া যাবে না। তিনি বলেছেন, টেস্ট পরীক্ষায় অধিকাংশই পাস করতে পারে না। তারপরও পাস করিয়ে দিতে হয়। কারণ পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে না দিলে বকেয়া বেতন পাওয়া যাবে না।

তিনি বলেছেন, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের নকল : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৩

প্রমুখ।

নকল : কারণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চাপে অনেক সময় অযোগ্য পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে হয়। এক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটির বক্তব্য : 'পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিন পাস-ফেল পরে দেখা যাবে।'

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, বর্তমানে দুই ধারার শিক্ষার্থী রয়েছে। এক ধারায় শিক্ষার্থী নিজে ও তার অভিভাবকরা প্রচণ্ডভাবে সচেতন। ফলে তারা শুরু থেকেই ভাল স্কুলে পড়ে। বাড়িতে কিংবা বাসায় পড়ে। তাদের নকল করার প্রয়োজন পড়ে না। অন্য ধারায় শিক্ষার্থীরা নকল করে পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত পাস করে ক্ষান্ত দেয়। অল্প কিছু ডিগ্রি পর্যন্ত যায়।

নিজস্ব এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্র থাকাটা এখন রাজনৈতিকভাবে মর্যাদার বিষয় হয়ে গেছে। শিক্ষাবোর্ডগুলোর কয়েকজন কর্মকর্তার কাছ থেকে জানা গেছে, পরীক্ষা কেন্দ্র রাখার জন্য মন্ত্রী-এমপিরা তদবির করেন। রাজনৈতিক নেতারা তাদের বক্তৃতায় পরীক্ষা কেন্দ্র রাখার জন্য কত চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছেন তার বর্ণনাও দিয়ে থাকেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনগুলোর নেত-কর্মীদের কাছে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকা ক্ষমতা ও মর্যাদার ব্যাপার। হাসপাতালে অসুস্থ জনকে দেখার জন্য যেমন আত্মীয়-স্বজনরা যান, তেমনি পরীক্ষা কেন্দ্রেও আসেন পরীক্ষার্থীকে দেখার জন্য।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় দেখা গেছে, নকল প্রতিরোধে প্রশাসন ও বোর্ড বেশি তৎপর হয়েছে। কেন্দ্র সচিবের অবস্থা 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি।' বেশি কড়াকড়ি করলে আগামীতে ছাত্র পাওয়া যাবে না। কড়াকড়ি না করলে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে না। এই অবস্থায় তারা মধ্যম পথ বেছে নিয়েছেন। আগের মতো রয়ে গেছেন হল পরিদর্শকরা। তাদের সামনে নকল হচ্ছে। তারা কিছু বলছেন না। চান্দিনা রেদোয়ান আহমেদ কলেজ কেন্দ্রের একজন হল পরিদর্শক বলেছেন, তারা যদি কড়াকড়ি করেন তাহলে তাদের স্কুলের পরীক্ষার্থীরা যে হলে পরীক্ষা দিচ্ছে সেখানকার